



## সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের ২২ বস্তা অবৈধ সম্পদ উদ্ধার



সংগৃহীত ছবি

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের অবৈধ সম্পদের ২২ বস্তা ডকুমেন্টস উদ্ধার করেছে। ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ নেওয়া ও অর্থ পাচারের অভিযোগে তিনি ও তার স্ত্রীসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সকালে দুদকের একজন কর্মকর্তা বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন। মামলায় সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং তার স্ত্রী, ইউসিবি পিএলসির সাবেক চেয়ারম্যান রুকমিলা জামানসহ ১০ জনকে আসামি করা হয়েছে। ১৮ সেপ্টেম্বর এই তথ্য প্রকাশ করেন দুদকের উপপরিচালক আখতারুল ইসলাম।

অন্য আসামিরা হলেন—ইউসিবি পিএলসির সাবেক পরিচালক সৈয়দ কামরুজ্জামান, আরামিট পিএলসির এজিএম উৎপল পাল, ইম্পেরিয়াল ট্রেডিং ও আরামিট পিএলসির এজিএম আব্দুল আজিজ, ক্ল্যাসিক ট্রেডিং ও আরামিট পিএলসির এজিএম মো. জাহাঙ্গীর আলম, মডেল ট্রেডিং ও আরামিট পিএলসির এও মো. মিসবাহুল আলম, রেডিয়াস ট্রেডিংয়ের মালিক মো. ফারিদ উদ্দিন, লুসেন্ট ট্রেডিংয়ের মালিক মো. জাহিদ, নূর মোহাম্মদ এবং মো. ইয়াসিনুর রহমান।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, আসামিরা যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার ও প্রতারণার মাধ্যমে থার্মেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ইউসিবিএলের গ্রাহক আব্দুল কাদির মোল্লাকে ভয় দেখিয়ে ৫২ কোটি টাকা ঘুষ দিতে বাধ্য করেন। পরে ওই টাকা বিদেশে পাচার ও হস্তান্তর করা হয়।

সাইফুজ্জামান চৌধুরী বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘ সময় সক্রিয় ছিলেন। তিনি দশম, একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রামের আনোয়ারা আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ব্যাংকিং ও শিল্পক্ষেত্রেও তার দায়িত্ব রয়েছে; তিনি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের নির্বাহী কমিটি চেয়ারম্যান এবং আরামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া তিনি চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির তিনবার নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন।